১০.১ বিশ্বায়নের অর্থ ও সংজ্ঞা
Meaning and Definition of Globalization

বিশ্বায়ন শব্দটিকে এত বিভিন্ন অর্থে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয় যে এর কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ইংরেজি 'গ্লোবালাইজেশন' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল বিশ্বায়ন বা ভুবনীকরণ। সহজভাবে বললে এর অর্থ বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির বিস্তার, বাণিজ্যের বিস্তার, দেশের বাজার ও বিশ্বের বাজারের মধ্যে কোনো বেড়া না থাকা। সমস্ত বিশ্বটাই যেন একটা বিরাট বাজার। যে দেশ যে জিনিসটা ভালো উৎপাদন করতে পারে (ভারতের ক্ষেত্রে পাট, চা, কাটা হিরে, জামাকাপড়) তা বিদেশে রপ্তানি করে অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়ে সেইসব জিনিস আমদানি করা যা সেই দেশ উৎপাদন করে না (ভারতের ক্ষেত্রে খনিজ তেল, যন্ত্রপাতি)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো দেশেরই স্বনির্ভর হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ সমস্ত পৃথিবীটাই পরস্পর নির্ভরশীল। **জোসেফ স্টিগলিৎস** (Joseph Stiglitz) বলেছেন, "বিশ্বায়ন হল প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিবিড় একাত্মতা বা একীভবন যা ঘটেছে প্রধানত দুটি কারণে— (১) পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ব্যয়হ্রাস, এবং (২) এ যাবৎ প্রচলিত এক দেশ থেকে আর এক দেশে দ্রব্য, সেবা, পুঁজি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, মনুষ্যসম্পদ প্রভৃতি আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বাধানিষেধের অন্তর্ধান" ("Globalization is the closer integration of the countries and the people of the world which has been brought about by the enormous reduction of costs of transportation and communication, and the breaking down of artificial barriers to the flow of goods, services, capital, knowledge and people across borders.")। অপর এক লেখক **পিটার মার্কাস (Peter Marcus)**-এর মতে, "বিশ্বায়ন নতুন কিছু ব্যাপার নয়, এটা হল এক বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদ, বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিস্তার।" ১৯৭০ সাল থেকে এই পুঁজিবাদী বিস্তারের দুটি বিশেষ দিক লক্ষ করা যাচ্ছে— (১) প্রযুক্তির উন্নতি এবং (২) ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। পুঁজিবাদের বিস্তারের এই দুটি দিককে একত্রে বিশ্বায়ন বলা হয়েছে। **দীপক নায়ার** (Deepak Nayyer)-এর মতে, বিশ্বায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িত থাকে ক্রমবর্ধমান

Scanned with CamScanner

অর্থনৈতিক মুক্ত পরিবেশ এবং বিশ্ব অর্থনীতির অঙ্গীভূত দেশগুলির মধ্যে গভীর অর্থনৈতিক সমন্বয়। যাই হোক, ১৯৭০-এর দশক থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এবং মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলিকে একযোগে বিশ্বায়ন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

১০.৩ বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ
Characteristics of Globalization

অধ্যাপক রসনু (James Roseneau) তাঁর ***'Distant Proximities'*** নামক গ্রন্থে বিশ্বায়নের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন।

(১) দক্ষতার ক্ষেত্রে বিপ্লব (Skill Revolution)

বিশ্বায়নের যুগে মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে, তাকেই বলা হচ্ছে দক্ষতার বিপ্লব। এই বিপ্লব মানুষের কার্যকরী জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করেছে এবং বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়েছে। এই দক্ষতা বৃদ্ধির উৎস হল কম্পিউটার, ইন্টারনেট, দূরদর্শন, টেলিফোন, ফ্যাক্সযন্ত্র প্রভৃতি ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি, যা সময় ও দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে।

(২) যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব (Communication Revolution)

বিশ্বায়নের যুগে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এক ধরনের বিপ্লব ঘটে গেছে। এই বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, গ্রামের সঙ্গে শহরের ব্যবধান কমেছে, তেমনি অন্যদিকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

(৩) সংগঠনগত বিপ্লব (Organizational Revolution)

তথ্যপ্রযুক্তি তথা যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব বিশ্বের সমমনস্ক মানুষদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের পথকে সুগম করেছে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা আন্দোলনগুলি (যেমন— নারীবাদী আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, জাতিগোষ্ঠীগত আন্দোলন ইত্যাদি) সংগঠনগতভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পেরেছে এবং বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়েছে।

(৪) সচলতার বিপ্লব (Mobility Upheaval)

বিশ্বায়নের যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান, চিন্তাভাবনা প্রভৃতিই নয়, মূলধন, শ্রম, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতিও অবাধে জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের সমস্ত প্রান্তে অবাধে বিচরণ করছে। একেই বলা হচ্ছে সচলতার বিপ্লব।

Scanned with CamScanner

(৫) বহুত্ববাদী কর্তৃত্ব (Plurality of Authority)

বিশ্বায়নের যুগে যেসব বিশ্বজোড়া অতিজাতীয় সংগঠনের (Trans-national) উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে (যেমন— আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, বহুজাতিক কর্পোরেশন, ন্যাটো, সিয়াটো ইত্যাদি), সেগুলি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বেও ভাগ বসাচ্ছে। সহজভাবে বললে, আগে কেবল রাষ্ট্রই ছিল অবিসংবাদিত কর্তৃত্বের অধিকারী, এখন রাষ্ট্র ছাড়াও এইসব সংগঠন যথেষ্ট কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

ম্যালকম ওয়াটারস (Malcom Waters) বিশ্বায়নের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যথা— (১) বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির একীকরণ, পারস্পরিক রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের নিগূঢ়ীকরণ এবং ক্রমবর্ধমান বিশ্ব সাংস্কৃতিক সচেতনতা; (২) বিশ্বজুড়ে ভৌগোলিক সীমানাসমূহের গুরুত্ব হ্রাস; (৩) বিশ্বজুড়ে দূরত্ব ও সময়ের সংকোচন; (৪) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বাজার, মানবাধিকার, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের সচেতনতা; (৫) সর্বজনীনতা (Universalism) এবং বিশিষ্টতার (Particularism) মধ্যে ব্যবধান হ্রাস; অর্থাৎ বিশ্বায়নের যুগে মানুষ একই সঙ্গে নিজেকে একজন ব্যক্তি হিসাবে এবং মানবতার অংশ হিসাবে ভাবতে শুরু করে; (৬) একদিকে বিদেশি মূলধনকে আহ্বান করা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তৈরি করা। অর্থাৎ বিশ্বায়নের মাধ্যমে একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অন্যদিকে বিপর্যয়—এই দুই বিপরীতমুখী সম্ভাবনার যুগপৎ অবস্থান ঘটে।

অমিয়কুমার বাগচি অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কতকগুলি **বৈশিষ্ট্যের** উল্লেখ করেছেন। ***প্রথম,*** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার। ***দ্বিতীয়,*** বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে লোকজনের অভিগমন (immigration) ও নির্গমন (migration)। ***তৃতীয়,*** বিভিন্ন দেশের মধ্যে টাকাপয়সা ও অন্যান্য বিনিময় মাধ্যমের সঞ্চলন। ***চতুর্থ,*** এক দেশের মূলধন অন্য দেশে বিনিয়োগ করে সেখানে শিল্পদ্রব্য, কৃষিজ পণ্য অথবা পরিসেবা উৎপাদন করে সে দেশে বিক্রয়ের প্রবাহ। ***পঞ্চম,*** এক দেশ থেকে অন্য দেশে লগ্নি পুঁজির আদানপ্রদান। ***ষষ্ঠ,*** বহুজাতিক অথবা অতিজাতিক (trans-national) বাণিজ্য সংস্থাগুলির বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ওপর প্রভাব। ***সপ্তম,*** বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তির আদানপ্রদান। ***অষ্টম,*** আন্তর্জাতিক তথ্য মাধ্যমের বিস্তার এবং বিভিন্ন দেশের তথ্য মাধ্যমের ওপর বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির প্রয়োগ।

জাতি-রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশ্বায়নের যুগে লগ্নিপুঁজির অবাধ বিচরণ ও লুণ্ঠনকে নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতা জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার নিজেদের উন্নয়ন ও সুরক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রগুলি যেসব আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা গড়ে তুলছে, সেগুলিও রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে অনেকখানি সংকুচিত করেছে।

বিশ্বায়নের সঙ্গে **আর্থিক সুস্থিতিকরণ, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস** প্রভৃতি বিষয়গুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বায়নের সমর্থকদের মতে উন্নয়নের একটি আবশ্যিক শর্ত হল আর্থিক সুস্থিতি, যা আসবে বিশ্বব্যাপী জোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কঠোর নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে নয়। এর জন্য প্রয়োজন কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস, যার মূল কথা হল শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক সংগঠনগুলিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা এবং বাজার অর্থনীতির প্রচলন।

বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইন্টারনেটসহ অত্যাধুনিক গণমাধ্যমগুলিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বায়নের অন্যতম বাহক বহুজাতিক সংস্থাগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে বিশ্বব্যাপী সমরূপ সংস্কৃতি (homogeneous culture) গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপৃত থাকে এবং এ ব্যাপারে তারা অনেকখানি সফলও হয়েছে।

Scanned with CamScanner